দৈনিক সংবাদ

26 JUL 1994

তারিখ 28 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

মেহেরপুরের মহেশপুর গ্রাম

দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে বিরোধ ।। সংঘর্ষের আশংকা

মেহেরপুর, ২৫শে জুলাই (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– গাংনী থানার মহেষপুর গ্রামের দুটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে বিরোধ চরমে পৌঁছেছে। এ বিরোধে জড়িয়ে পড়েছেন দুটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক–বৃন্দ, গ্রামবাসী এমনকি দুটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। এ নিয়ে গ্রামে যেকোন মুহূর্তে সংঘর্ষের আশংকাও করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের রহস্যজনক 'দ্বৈত ভূমিকায়' বিরোধ আরও জোরদার হয়েছে।

মহেষপুর গ্রামে পূর্ব ও দক্ষিণ পাড়ায় দুটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। উভয় পক্ষেরই দাবি বিদ্যালয় '৯০ সালে শুরু হয়েছে। দাবির সমর্থনে উভয় পক্ষই পরিদর্শন বইতে রিপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র তৈরি করেছেন। পূর্ব–পাড়া বিদ্যালয়ের পক্ষে পরিদর্শন বইতে 'মন্তব্য' করেছেন সাবেক দুজন উপজেলা চেয়ারম্যান যথাক্রমে দাউদ হোসেন এবং নাজমুল হুদা, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান, বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান। দক্ষিণপাড়ার পক্ষে সুপারিশ করেছেন বর্তমান সাংসদ আবদুল গনি।

গাংনী থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা উভয় পক্ষেই 'জোর সুপারিশ' করে পরি–স্থিতি আরও জটিল ও ঘোলাটে করে তুলেছেন। খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা উপ–পরিচালক–এর চিঠির প্রেক্ষিতে গাংনী থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ২–৬–৯৪তে পরিদর্শনে এসে উভয় বিদ্যা–লয়ের পক্ষেই 'সন্তোষজনক' মন্তব্য করে গেছেন। ৪–৫–৯২তে গাংনী সাবেক থানা শিক্ষা কর্মকর্তা নূরুল ইসলাম সুপারিশ করেছেন পূর্বপাড়ার পক্ষে। ৩–৭–৯৪তে গাংনীসহ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এএসএম তারেক 'আকস্মিক' পরিদর্শনে এসে দুটি বিদ্যালয়ের পক্ষেই 'মঙ্গল চাই' লিখে গেছেন।

মহেষপুর পূর্বপাড়া এবং দক্ষিণ পাড়ার পক্ষে যথাক্রমে মসলেম গ্রুপ এবং খালেক গ্রুপ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। উভয় পক্ষই সমানে টাকা ঢেলে চলেছে। গাংনীতে থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মহিবুল হক এবং শিক্ষা অফিসের একজন সহকারী উভয় গ্রুপের পক্ষে ভূমিকায় নেমেছেন বলেও জানা গেছে।

বিরোধের সূত্রঃ মহেষপুর পূর্বপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রামের জিন্নাতুন নেছাকে শিক্ষিকা হিসেবে অন্ত–র্ভুক্ত না করার পরিণতিতেই দক্ষিণপাড়ায় বিদ্যালয় চালু হয়। উভয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকারাও পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়িতে লেগে গেছেন। কোন্ পক্ষ কোথায় কত টাকা ঢালছে তাও ফাঁস হয়ে গেছে এরই কারণে। পূর্বপাড়া বিদ্যা–লয়ের সুপারিশপত্রগুলোকে দক্ষিণপাড়া 'ভুয়া' বলেও দাবি করেছে। মহেষপুর গ্রামে এ প্রতিনিধির সফরকালে পূর্বপাড়া বিদ্যা–লয়টি চালু অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণপাড়া বিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গিয়েছিল বলে দাবি করা হয়, চোরের উপদ্রবের কারণে বিদ্যালয়ের চেয়ার–বেঞ্চগুলো পার্শ্ববর্তী বাড়িতে রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়।

ইউপি চেয়ারম্যানের বক্তব্য ঃ ষোল–টাকা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খোদাদাদ হোসেন উক্ত মহেষপুর গ্রামের দুটি বিদ্যা–লয় নিয়ে গাংনী শিক্ষা কর্মকর্তারা খেল খেলছেন বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি জানান, গ্রামে এ নিয়ে ফ্যাসাদ চলছে, এজন্য টিইওকে 'আসামী' হতে হবে। গ্রামে কোন খুনোখুনি হতে দেয়া যাবে না। দুটি বিদ্যালয় একত্রীকরণের প্রস্তাব টিইও মানেননি। তিনি আরও জানান, একত্রী–করণের জন্য আনুষ্ঠানিক বৈঠকও খালেক গ্রুপের অসহযোগিতায় ভন্ডুল হয়ে গেছে।

শিক্ষা বিভাগের বক্তব্য ঃ গাংনী থানা শিক্ষা দফতর থেকে মহেষপুর গ্রামে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ স্বীকার করা হয়। থানা শিক্ষা কর্মকর্তাকে পাওয়া যায়নি। মহিবুল ইসলামের সাথেও কথা বলা সম্ভব হয়নি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন।